রাস্কেল

প্রবোধ ঘোষ

স্কুলে যাবার পথে মোহিতের সঙ্গে দেখা। সে কাল সার্কাস দেখতে গিয়েছিল — কি দেখলে সেই গল্পই আমার কাছে বলছিল।

গল্পের মাঝখানে হঠাৎ থেমে সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, আমি এ বছর সার্কাস দেখিছি কি না। আমি মোটেই সার্কাস দেখিনি শুনে সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল এবং গাঢ় সহানুভূতির সুরে শেষে বলল— আচ্ছা যদি তুই পথ চলতি কারুর সঙ্গে ভোগা দিয়ে অন্তত চারটে পয়সা আদায় করতে পারিস তবে বিকেলে আমি তোকে সার্কাসে নিয়ে যাব।

-ঠিক নিয়ে যাবি?

-এই সরস্বতী ছুঁয়ে বলছি—

-আচ্ছা তাহলে তুই ওপারে যা - দেখিস কিন্তু-

মোহিত রাস্তার, অন্যদিকে চলে গেল। যাবার আগে আমার পকেটে কিছু আছে কি না টিপেটুপে দেখে গেল।

চলতে চলতে শেষে একটি নিরীহগোছের ভদ্রলোককে সামনে পেয়ে আমি বললাম- একটা আনি আছে মশায়, দিতে পারেন?

ভদ্রলোকটি থমকে দাঁড়ালেন। পরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন - কেন বল তো?

-মা একটা আনি দিয়েছিলেন, ফিরে যাবার সময় মাছ কিনে নিয়ে যাবার জন্য সেটা আর খুঁজে পাচ্চিনে পকেটে-

-পড়ে গিয়েছে কোথায় পথে-

-কিন্তু কোথায় পড়বে, সমস্ত পথ আবার খুঁজে আসছি এই-

হাসতে হাসতে ভদ্রলোকটি বললেন - কি ছেলেমানুষ তুমি, একটা ছোট আনি কোথায় পড়েছে তা কি খুঁজে পাওয়া যায় কলকাতার রাস্তায়?

- কিন্তু আনিটা যে হারিয়ে গিয়েচে মা একথা বিশ্বাস করবেন না।

- কেন?

- তিনি মনে করবেন আমি চুরুট খেয়েছি।

- তুমি চুরুট খাও না কি?

- আগে খেতাম, এখন আর খাই না।

- তবে কেন মা ভাববেন তুমি চুরুট খেয়েছ?

- তিনি বিশ্বাস করবেন না আমার কথা।

- তুমি মিথ্যা কথা বল তাহলে?

- মা'র সামনে বলি নে।

- ঠিক বলচ?

- এই বই হাতে করে বলচি।

- তাহলে তোমার কথা বিশ্বাস করবেন না কেন?

- তা জানি নে-

- একবার করেননি-

- তাহলে তুমি আরও অনেকবার এই রকম পয়সা হারিয়েচ?

- আর একবার হারিয়েচি।

- কিন্তু ত আপনার কাছে চাচ্ছি —

- কিন্তু রাস্তার লোকের কাছে এরকম করে পয়সা চাওয়া, সে যে আরো খারাপ - এ যে ভিক্ষে করা।

- কিন্তু আমি তো ভিক্ষে করচিনে—

- এই ত ভিক্ষে করা। কোন্ ক্লাশে পড় তুমি?

- ফোর্থ ক্লাশে। - বলে আমি চলে যাচ্ছিলাম, কারণ দেখছিলাম বড়ই বেগতিক, আর হাসিও চাপতে পারছিলাম না মনে মনে। কিন্তু ভদ্রলোকটি অর কিছু না জিজ্ঞাসা করে আমার হাতে একটি দুয়ানি দিয়ে বললেন, 'এই নাও একটা দুয়ানি আছে কিন্তু এমন কাজ আর করো না— ভদ্রলোকের ছেলে তুমি।' আমি তাকে নমস্কার জানিয়ে হাসতে হাসতে মোহিতের কাছে গিয়ে দুয়ানি দেখালাম; কিন্তু সে এমনি রাস্কেল যে আমায় সার্কাসে নিয়ে যেতে চাইলে না।

* 'সবুজপত্র' কার্তিক ১৩২৭ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

বার বেলা

সুকুমার মণ্ডল

ফুরফুরে হাওয়া বইছে। বিশাল ঝাঁকড়া গাছের নীচে নরম ঘাস, শীতল ছায়া, দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটাকে খেলনা মত লাগছে। হেনার মুখের একপাশে কিছুটা চুল এসে ঢেকে দিচ্ছে বারে বারে। সেদিকে আড়চোখে কয়েকবার তাকানোর পর থেকেই সুবিনয়ের বুকের মধ্যে তিরতির কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত মোট সাতচল্লিশবার হেনা - কে নিয়ে প্রেম - চারণে বেরিয়েছে। পাক্কা সাড়ে চার মাসে পুরোনো এই প্রেমে, সাক্ষাৎ খুব একটা বেশি যে নয় সেকথা অফিসের সত্য-দাও শুনিয়ে দিয়েছেন। সত্য - দার মতে সুবিনয় নাকি বড্ড বেশি বেশি গুডবয় - মার্কা নায়কের মত এগোচ্ছে এবং এযুগে এই গতিতে এগোলে এগারো বচ্ছর লেগে যেতে পারে ছাঁদনাতলায় পৌঁছতে। বিমূঢ় সুবিনয়-কে আরও সুপরামর্শ দিয়ে বলেছেন, আর কাল বিলম্ব না করে সোজাসুজি বিবাহ-প্রস্তাব পেশ করতে। আজকে এই শনিবাসরীয় মনোরম অপরাহ্নে সাহস করে কথাটা বলেই ফেলা যাক্। মনে বেশ সাহস এনে সুবিনয় বলল, আর ভালো লাগছে না হেনা, হ্যাঁ না একটা কিছু বলো।

হঠাৎ হেঁয়ালী শুরু করল নাকি সুবিনয়। অবাক হয়ে হেনা জানতে চাইলো, কি ভালো লাগছে না? আমাকে?

না মানে... এই মাঠে ঘাটে ঘাস চিবোতে চিবোতে প্রেম করা ভারি বোরিং। একা একা লাইফ আর ভাল্লাগ্‌ছে না। চলো চলো আমরা বিয়ে করি। প্রস্তাবটা দুম করে বলে ফেলে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে এলো মনে। মনে মনে সত্যদাকে ধন্যবাদ - এর এস.এম.এস পাঠায় সুবিনয়। এখন হেনার প্রতিক্রিয়া কী রকম হয় দেখা যাক্। কিন্তু হেনার পরবর্তী মন্তব্যে একটু বুঝিবা দমে যায় সুবিনয়। বেশ বেজার মুখে হেনা বলল, আজ শনিবার বারবেলা, সেটা খেয়াল আছে। শুভ কাজের পক্ষে এমন খর বার মোটেও ভালা নয়। আগে একটা ভালো দিনক্ষণ দ্যাখো।

দিনক্ষণ ... উফ্ ভগবান ... পাঁজি - পুঁথি দিনক্ষণ - এরা কি কেবল ভালো ভালো কাজে বাগড়া দেওয়ার জন্যেই আছে। বলতে বলতে অন্যমনস্ক হাতে বাঁ - পকেট থেকে গয়নার একটা বাক্সো বের করে মুঠোয় ধরে থাকে। আর সেদিকে চোখ পড়তেই হেনার কৌতূহলটা বেড়ে যায়।

তোমার মুঠোয় ওটা কী।

ওহ্ এটা ... এটা আমার ঠাকুমার দেওয়া হিরের আঁটি। ভাবী নাতবৌ-এর জন্য আলাদা করে রেখে গিয়েছেন।

দেখি দেখি...সুবিনয়ের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ঢাকনা খোলে - হেনা। উঃমা...কী বড় হিরে কত্তো ভারী ...অন্ততঃ দশ আনা সোনা আছে, তাই না।

উদাস গলায় সুবিনয় বলল, ঠাকুমা বলত পুরো এক ভারি পাকা সোনা আছে, হিরেটার ক্যারাট বলতে পারবো না। ...যাই বলো এমন দিগন্ত জোড়া সবুজ মাঠে আমরা বসে আছি, কী সবুজ ঘাস, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে এক দৌড়ে পেরিয়ে যাবো মাঠ - টুকু।

সুবিনয়ের আবেগে ব্রেক কষে দেয় হেনা, থামো তো, জীবনে কখনো ফুটবল খেলোনি, শেষে একটা কান্ড বাধাবে।

আচ্ছা তোমার কি কখনও রোমান্টিক হতে ইচ্ছে করে না। আজকের এমন চমৎকার মেঘলা - ভাঙা বিকেলের রোদ, ভেবেছিলাম আমার জীবনের মেঘ কেটে যাবে, বেরিয়ে আসবে ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ...।

ফের সুবিনয় - কে বাধা দেয় অধৈর্য হেনা, আবহাওয়ার কথা না হয় পরে ভেবো। তাড়াতাড়ি এখন আংটি-টা আমার আঙুলে পরাও দেখি। নাও ধরো।

হেনার হাত থেকে আংটির বাক্সোটা মুঠোয় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করতে থাকে সুবিনয়।

কী হল আবার ... কই পরাও ওটা... আমি কতক্ষণ আঙুল বাড়িয়ে থাকবো ... কী যে করো না...।

কয়েক সেকেন্ডের অচলাবস্থা কাটিয়ে সুবিনয় ফটাস্ করে কৌটোটা বন্ধ করে ফেলল। তারপর তৎপরতার সাথে প্যান্টের পকেটে কৌটো - টা চালান করে দিয়ে বললে, নাঃ আজ শনিবার ... দিনটা ভালো না।